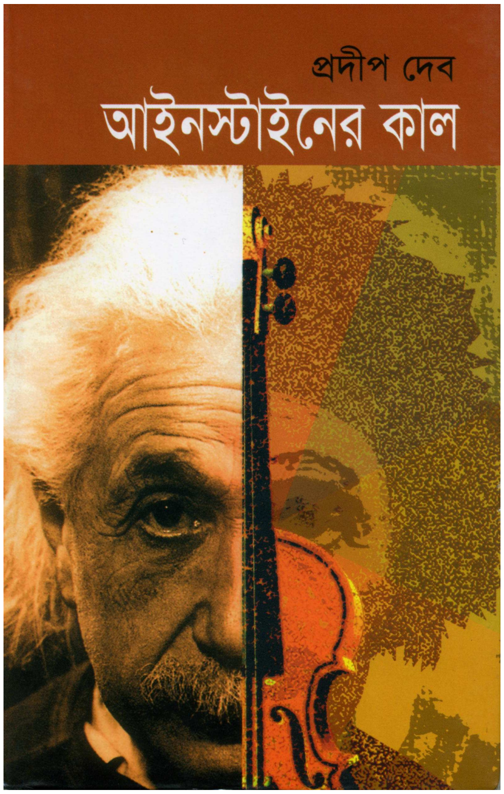

"আইনস্টাইনের কাল" বইটি প্রকাশিত হয়েছে ২০০৬ এর একুশে বইমেলায়। মুক্তমনার পাঠকদের জন্য বইটি কয়েকটি পর্বে ভাগ করে অনলাইন-সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

প্রদীপ দেব
pkd@ph.unimelb.edu.au
০৬ এপ্রিল, ২০০৬

আইনস্টাইনের কাল

প্রদীপ দেব

মীরা প্রকাশন

আইনস্টাইনের কাল
প্রদীপ দেব

প্রকাশক
মেহেরুন্নেসা মীরা
মীরা প্রকাশন
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন ঃ ৭১৭৫২২৫

প্রকাশকাল
বইমেলা ২০০৬

প্রচ্ছদ
মোবারক হোসেন লিটন

বর্ণবিন্যাস
বি বি ট্রেড এন্ড কম্পিউটার্স
রুমী মার্কেট, ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

গ্রন্থস্বত্ব
প্রত্যয় দে ও প্রমা দে

মুদ্রণে
জনতা প্রিন্টার্স
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০

মূল্য
দুইশত টাকা মাত্র
পাঁচ ডলার

EINSTEINER KAAL (Einstein's Time) by Pradip Deb, Published by Meherunnessa Meera, Meera Prokashon, 68-69 Pyridas Road, Banglabazar, Dhaka - 1100, Bangladesh. Phone: 7175225. Copyright: Protyay Dey & Proma Dey, Cover Design: Mobarak Hossain Liton. Date of Publication: Book Fair 2006.

Price Tk. : 200.00
US $: 5.00
ISBN 984-775-090-4

শ্রী ফণীন্দ্র লাল দেব
আমার বাবা

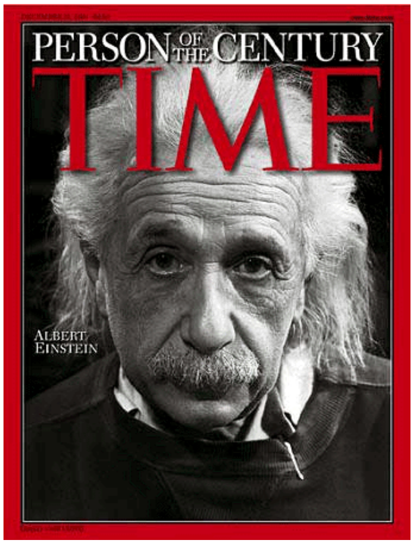

টাইম ম্যাগাজিনের মতে বিংশ শতাব্দীর সেরামানুষ - অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে একজন প্রায়অচেনা যুবক আইনস্টাইন প্যাটেন্ট অফিসের সামান্য টেকনিশিয়ান থেকে কীভাবে হয়ে উঠলেন শতাব্দীর সেরা মানুষ? ১৯০৫ সালে সুইজারল্যান্ডের প্যাটেন্ট অফিসে কাজ করার সময়েই আইনস্টাইন চারটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন পদার্থবিজ্ঞানের চারটি বিশেষ বিষয়ের ওপর। পরবর্তীতে ওগুলোই সৃষ্টি করেছে পদার্থবিজ্ঞানের নতুন ইতিহাস। সেদিনের প্রবন্ধগুলোয় বর্ণিত ধারণাগুলো রূপ নিয়েছে তত্ত্বে। নতুন নতুন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে আইনস্টাইন ১৯০৫ সালেই দেখে ফেলেছিলেন পরবর্তী একশ বছরের মহাবিশ্বকে। আইনস্টাইনের তত্ত্বের একশ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২০০৫ সালকে ঘোষণা করা হয়েছে আইনস্টাইন বর্ষ; আন্তর্জাতিক পদার্থবিজ্ঞান বর্ষ।

১৮৭৯ সালের ১৪ মার্চ থেকে ১৯৫৫ সালের ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত ছিয়াত্তর বছর এক মাস চার দিনের আক্ষরিক জীবনকাল আইনস্টাইনের। তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া প্রধান প্রধান ঘটনাগুলো কালানুক্রমিকভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি এই বইতে। মহাবিশ্ব সম্পর্কে মানুষের পূর্বধারণার অনেকটুকুই বদলে দিয়েছেন আইনস্টাইন। এই বদলে দেয়াটা একদিনে হয়নি। আইনস্টাইন তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন ১৯০১ সালের মার্চ মাসে। পরবর্তী ৫৫ বছরে তাঁর ছয়শো'র বেশি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞান ছাড়াও রাজনীতি, সমাজনীতি, দর্শন, ধর্ম - প্রায় সবকিছু নিয়েই তিনি বলেছেন, লিখেছেন, মতামত দিয়েছেন। তাছাড়াও অপ্রকাশিত রয়ে গেছে কয়েকহাজার চিঠি, বিবৃতি, ভাষণ,

সাক্ষাৎকার, গ্রন্থসমালোচনা, প্যাটেন্ট রিপোর্ট ইত্যাদি। আইনস্টাইনের উইল অনুযায়ী জেরুজালেমের হিব্রু ইউনিভার্সিটি তাঁর সবগুলো ডকুমেন্টের স্বত্ব পেয়েছে। সেখানে সংগৃহীত ডকুমেন্টের সংখ্যা তেতাল্লিশ হাজারেরও বেশি। এই বইতে তাঁর জীবনকালে প্রকাশিত পেপারগুলো থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক তিনশোটি পেপারের কালানুক্রমিক উল্লেখ করা হলো।

আইনস্টাইন নিজের ব্যক্তিগত ঘটনাগুলো কখনোই প্রকাশ করতে চাননি। আইনস্টাইনের মৃত্যুর পর তাঁর সেক্রেটারি হেলেন ডুকাস প্রাণপণ চেষ্টায় গোপন করে রেখেছিলেন আইনস্টাইনের ব্যক্তিগত জীবনের অনেকগুলো দিক। মিলেইভার সাথে আইনস্টাইনের প্রেম ও সম্পর্কের টানাপোড়েন ইত্যাদি কোন কিছুই জানা যায়নি ১৯৮৭ সালের আগপর্যন্ত। ১৯৮৭ সালের পর প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি ও হিব্রু ইউনিভার্সিটির আইনস্টাইন আর্কাইভ গবেষকদের জন্য খুলে দেয়া হলে নতুন রূপে প্রকাশিত হন আইনস্টাইন।

ব্যক্তি আইনস্টাইন, কর্মী আইনস্টাইন ও বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, দর্শন, বিজ্ঞান গবেষণা ও গবেষণাপত্রের প্রধান প্রধান অংশগুলো উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। সায়েন্টিফিক টার্মগুলোকে যথাসম্ভব সহজ করে তোলার চেষ্টা করেছি - কিন্তু তারপরও কিছু কিছু বিষয় রয়ে গেছে যা কিছুটা দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। তবে আশা করি সে কারণে বইটির গতি বাধাপ্রাপ্ত হবে না। আইনস্টাইনের পেপারগুলোর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। সেই পেপারগুলোর শিরোনামের ইংরেজি অনুবাদ ব্যবহার করা হয়েছে। বইটি পড়ে বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ে প্রশ্ন জাগতে পারে, অনেক ব্যাপারে কৌতূহল তৈরি হতে পারে। আর সেটা হলেই মনে করবো আমি সার্থক।

বইতে ব্যবহৃত ছবিগুলোর স্বত্ব আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্স, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির অ্যালবার্ট আইনস্টাইন আর্কাইভ, হিব্রু ইউনিভার্সিটি ও টাইম ম্যাগাজিনের। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

প্রদীপ দেব
সিডনি, নিউ সাউথ ওয়েল্‌স, অস্ট্রেলিয়া

আইনস্টাইনের কাল অনলাইন সংস্করণ

পর্ব-১

আইনস্টাইনের কাল
(১৮৭৯ থেকে ১৯৫৫)

১৮৭৯
১৪ মার্চ, শুক্রবার। জার্মানির উল্‌ম শহরের এক মধ্যবিত্ত ইহুদি দম্পতি হারম্যান আইনস্টাইন ও পলিন কোচ আইনস্টাইনের প্রথম সন্তান অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম। আক্ষরিক অর্থে মাথামোটা ছেলেটাকে দেখে মা পলিন কিছুটা হতাশ।

১৮৮০
বছরের মাঝামাঝি সময়ে আইনস্টাইন পরিবার উল্‌ম থেকে প্রায় একশ মাইল দূরের মিউনিখ শহরে চলে যায়। শহরের কাছাকাছি একটি ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন হারম্যান ও পলিন।

১৮৮১
১৮ নভেম্বর অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের বোন মায়ার (Maja) জন্ম হয়। শুরুতে তার নাম রাখা হয়েছিলো মেরি (Marie), কিন্তু সবাই তাকে মায়া নামে ডাকতে শুরু করলে তার নাম মায়াই হয়ে যায়। ছোট বোনকে দেখে অ্যালবার্ট ভেবেছে তার মা-বাবা তার জন্য নতুন কোন খেলনা নিয়ে এসেছেন। সে আধো আধো স্বরে জানতে চাইলো 'এটার চাকা কোথায়'?

১৮৮২
অ্যালবার্ট আস্তে আস্তে কথা বলতে শুরু করেছে। মায়ার জন্মের আগপর্যন্ত তেমন কোন কথা বলেনি অ্যালবার্ট। বয়সের তুলনায় অ্যালবার্টের মাথাটি অস্বাভাবিক বড় হওয়ার কারণে অ্যালবার্টের মা পলিন ভীষণ চিন্তিত।

১৮৮৩
দুবছর বয়সী মায়া পরিষ্কার ভাবে কথা বলতে পারে। কিন্তু তার দাদা অ্যালবার্ট ভীষণ চুপচাপ। কথা বলার সময় অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে একটি বাক্য বলেআবার চুপ করে যায়। অ্যালবার্টের মা-বাবা ধরেই নিয়েছেন ছেলেটি অস্বাভাবিক।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের মা পলিন কোচ আইনস্টাইন

১৮৮৪

হারম্যান আইনস্টাইন ছেলে অ্যালবার্টকে একটি কম্পাস কিনে দেন। পাঁচ বছরের অ্যালবার্ট অবাক হয়ে দেখে, কম্পাসের কাঁটা সবসময় উত্তর-দক্ষিণ দিক হয়ে থাকছে। অদৃশ্য চৌম্বকীয় শক্তি সম্পর্কে সে জানতে চায় তার বাবার কাছে। কিন্তু তার বাবা বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুই জানেন না। অ্যালবার্টের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের শুরু হয়তো তার বাবার দেয়া এই কম্পাস থেকে। ঘরের বাইরে গিয়ে খেলাধূলার প্রতি খুব একটা ঝোঁক নেই অ্যালবার্টের। ঘরে বসে তাসেরঘর তৈরি করতে আনন্দ পায় সে। তাসের ওপর তাস সাজিয়ে সে বেশ কয়েকতলা পর্যন্ত তুলতে পারে।

ছোটবোন মায়াকে খুব আদর করে অ্যালবার্ট। কিন্তু যখন রেগে যায় - তখন আর আদরের কথা মনে থাকেনা। একদিন রাগের মাথায় বাউলিং বল ছুড়ে মারে

অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের বাবা হারম্যান আইনস্টাইন

সে মায়ার দিকে। ছেলের এরকম একগুঁয়ে স্বভাবের ব্যাপারেও চিন্তিত হয়ে ওঠেন মা পলিন। বাবা হারম্যানের অবশ্য এসমস্ত ব্যাপারে কোন খুঁতখুঁতানি নেই।

ছেলের বয়স পাঁচ হবার সাথে সাথে ছেলের লেখাপড়া নিয়ে চিন্তিত হয়ে উঠলেন পলিন। অ্যালবার্টের জন্য একজন গৃহশিক্ষিকা নিয়োগ করা হলো। মহিলা অ্যালবার্টকে নিয়ে বসলেন প্রচলিত পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করার জন্য। কিন্তু অ্যালবার্ট মোটেও বাধ্য ছাত্র নয়। একটু জোর করতেই পড়া ছেড়ে উঠে চলে যায় অ্যালবার্ট। ধরে আনতে গিয়েই বিপদে পড়লেন শিক্ষিকা। অ্যালবার্ট চেয়ার ছুড়ে মারলো শিক্ষিকার দিকে। একটু পরে দেখা গেলো শিক্ষিকাকেই তাড়া করেছে পাঁচ বছরের রাগী অ্যালবার্ট। গৃহশিক্ষিকা ইস্তফা দিলেন। কিন্তু হাল ছাড়লেন না পলিন।

তিনি এবার খুব কড়া একজন শিক্ষক নিয়োগ করলেন অ্যালবার্টের জন্য। শুধু তাই নয়, বেহালা শেখানোর জন্যও একজন শিক্ষক নিয়োগ করা হলো। শুরু হলো অ্যালবার্টের বেহালা শেখা।

১৮৮৫

বছরের শুরুতে আইনস্টাইনরা মিউনিখ শহর থেকে কিছুটা ভেতরের দিকে সেন্ডলিং (Sendling) সাবার্বে চলে আসেন। এখানের বাড়িটি বেশ বড়। বাড়ির পেছনে অনেকগুলো বড় বড় গাছ। পাশের বাড়িতেই থাকেন হারম্যানের ভাই জ্যাকব (Jacob)। জ্যাকব ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। হারম্যান আর জ্যাকব বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরি ও সরবরাহের ব্যবসা আরম্ভ করেছেন। বাড়ির কাছেই তাঁদের কারখানা। অ্যালবার্ট সুযোগ পেলেই কাকা জ্যাকবের সাথে কারখানায় চলে যায়। কারখানায় ডায়নামো, ইলেকট্রিক মিটার, নানারকম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি দেখতে খুব ভালো লাগে অ্যালবার্টের। জ্যাকবকে খুব ভালোবাসে অ্যালবার্ট। জ্যাকব গণিত ও বিজ্ঞানের মজার মজার গল্প করেন তার সাথে। কাকার সাথে গল্প করতে করতেই অ্যালবার্ট বিজ্ঞান ও গণিতের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। যৌথ ব্যবসার বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী দিক সামলান জ্যাকব, আর ব্যবসায়িক দিক সামলান হারম্যান।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের স্কুলজীবন শুরু হলো এই হেমন্তে। অ্যালবার্টের মা-বাবা জন্মগতভাবে ইহুদি হলেও কেউই সেরকম ধার্মিক নন। কখনো সিনেগগেও যান না তাঁরা। মিউনিখের একমাত্র ইহুদি স্কুলটি বাড়ি থেকে অনেক দূরে। অথচ ঘরের কাছেই ক্যাথলিক স্কুল। তাই স্থানীয় ক্যাথলিক স্কুলেই শুরু হলো অ্যালবার্টের পড়াশোনা। গৃহশিক্ষকের কাছে বেশ কিছুদিন পড়ার কারণে অ্যালবার্ট সরাসরি দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ পেলো। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভালো লাগলো না তার। সে প্রথম শ্রেণীতেই গিয়ে বসলো।

সত্তরজনের ক্লাসে অ্যালবার্ট একমাত্র ইহুদি। তার মা-বাবা ইহুদি ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি খুব একটা অনুরক্ত না হলেও কিছু কিছু অনুশাসন তাকে বাড়িতেই শেখানো শুরু হলো। নানারকম যৌক্তিক অযৌক্তিক আচার আচরণ তাকে ধর্মের প্রতি কৌতূহলী করে তোলে। পরে সারাজীবন ধরে তার এই কৌতূহলের অবসান হয়নি।

১৮৮৬

অ্যালবার্ট বেহালা শেখা ছেড়ে দিয়ে পিয়ানো বাজাতে শুরু করেছে। কারো কাছে কিছু শেখার চেয়ে নিজে নিজে শিখতে পছন্দ করে অ্যালবার্ট। অ্যালবার্টের মা

পলিন চমৎকার পিয়ানো বাজান। তিনি ছেলেমেয়ে দুজনকেই সংগীতের প্রতি অনুরাগী করে তোলার ব্যাপারে সচেষ্ট। মায়াকে নিজের হাতে পিয়ানো শেখাচ্ছেন। কিন্তু অ্যালবার্টকে পিয়ানোর বদলে বেহালা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। হয়তো জোর করা হয়েছে বলেই অ্যালবার্ট শিক্ষকের কাছে বেহালা শিখতে রাজী নয় আর। নিজে নিজে বাজায় যখন ইচ্ছে হয়।

স্কুলে একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। অ্যালবার্ট শিক্ষকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না ঠিকমত। তাকে কোন প্রশ্ন করা হলে সে আপন মনে বিড়বিড় করে। একটা দুটো শব্দ বলার চেয়ে পুরো বাক্য বলতে চায় অ্যালবার্ট। আর ভুল উত্তর দেয়ার ভয়ে কোন কিছু বলার আগে কয়েকবার মনে মনে বলে দেখে নেয় ঠিক আছে কিনা। তা করতে গিয়ে দেরি হয়ে যায় উত্তর দিতে। শিক্ষকরা খুব বিরক্ত তার প্রতি। ক্লাসের অন্যান্য ছেলেরাও পছন্দ করেনা অ্যালবার্টকে। কারণ সে কারো সাথে সহজে মিশতে পারেনা, খেলাধুলাও পছন্দ করেনা। সহপাঠীরা তার নাম দিয়েছে 'বোরিং'।

১৮৮৭

স্কুলের পড়াশোনার পদ্ধতি ভালো লাগেনা অ্যালবার্টের। কিন্তু বাড়িতে জ্যাকবের কাছে অংক কষতে দারুণ লাগে। কাকার কাছে বীজগণিতের চর্চা শুরু হয়েছে স্কুলে ভর্তি হবার আগে থেকেই। জ্যাকবের শেখানোর পদ্ধতি ভিন্নরকম। তিনি অ্যালবার্টকে একটি সমস্যার সমাধান করতে দিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলেন। তিনি দেখেছেন এই বয়সেই অ্যালবার্ট ভীষণ রকমের একগুঁয়ে। কোন কিছু ধরলে তার শেষ না দেখে ছাড়ে না সে। জ্যাকব অ্যালবার্টকে কোন একটি অংক কষতে দিয়ে বলেন, 'এ সমস্যার সমাধান করা তোমার কম্ম নয়'। অ্যালবার্ট কাকার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বলে, 'আমি নিশ্চয় পারবো'। এভাবেই চলে তার পড়াশোনা। সমস্যার সমাধান করার পরে অ্যালবার্ট লাফাতে থাকে, 'বলেছিলাম না আমি পারবো'।

১৮৮৮

অক্টোবরের এক তারিখ থেকে শুরু হলো অ্যালবার্টের লুটপোল্ড জিমনেশিয়ামের (Luitpold Gymnasium) ক্লাস। এটি হাইস্কুলের সমতুল্য। অ্যালবার্টের ক্লাসে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে অনেকক্ষণ সময় ধরে পড়ানো হয় ল্যাটিন ও গ্রিক। জার্মান, ফ্রেঞ্চ, গণিত, ভূগোল, সাহিত্য ও বিজ্ঞান পড়ানো হয় মাইনর সাবজেক্ট হিসেবে। অ্যালবার্ট ল্যাটিন কোনরকমে সহ্য করে নিলেও গ্রিকভাষা তার ভালোই লাগেনা। বিশেষ করে শিক্ষকরা যখন মিলিটারি স্টাইলে পড়ানো শুরু করেন এবং যুক্তিহীন মুখস্ত করার ওপর গুরুত্ব দেন - ভালো লাগেনা তার।

প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের তার মনে হয়েছিলো ড্রিল সার্জেন্ট, এখন হাইস্কুলের শিক্ষকদের মনে হচ্ছে ল্যাফটেন্যান্ট।

১৮৮৯

স্কুলের পড়াশোনার প্রতি তেমন কোন আগ্রহ সৃষ্টি না হলেও বাড়িতে লেখাপড়ার একটি নতুন পথ খুলে যায় অ্যালবার্টের। তার পরিচয় হয় ম্যাক্স ট্যালমুডের (Max Talmud) সাথে। হারম্যান ও পলিন ইহুদিদের ধর্মীয় রীতিনীতি খুব একটা পালন না করলেও একটি ব্যাপার তাঁরা নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। প্রতি সপ্তাহে একজন গরীব ইহুদি ছাত্রকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করেন তাঁরা। প্রতি বৃহস্পতিবার আইনস্টাইনের বাড়িতে আসেন ম্যাক্স ট্যালমুড। মিউনিখ ইউনিভার্সিটির মেডিকেলের ছাত্র একুশ বছর বয়সী ম্যাক্স ট্যালমুডের সাথে দশ বছর বয়সী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের জ্ঞানবিজ্ঞানের যোগসূত্র তৈরি হয়। ট্যালমুড অ্যালবার্টকে গণিত ও বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন। অ্যালবার্ট ট্যালমুডের সাথে গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করতে খুব উৎসাহ পায়। আর ট্যালমুডও অ্যালবার্টের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তার সাথে বন্ধুর মতোই ব্যবহার করেন।

১৮৯০

জার্মানির প্রচলিত আইন অনুযায়ী স্কুলে ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক। অ্যালবার্ট যেহেতু ইহুদি, ইহুদি ধর্ম সম্পর্কে পড়াশোনা করতে হচ্ছে তাকে। তার মা-বাবা কেউই ধর্মচর্চা করেন না। কিন্তু স্কুলে কঠোরভাবে ধর্মীয় নিয়মনীতি শেখানো হচ্ছে। অ্যালবার্ট যতই ধর্মের ব্যাপারটি জানতে পারছে - ততোই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। ধর্মের প্রতি আলাদা একটি আকর্ষণ অনুভব করতে শুরু করেছে সে।

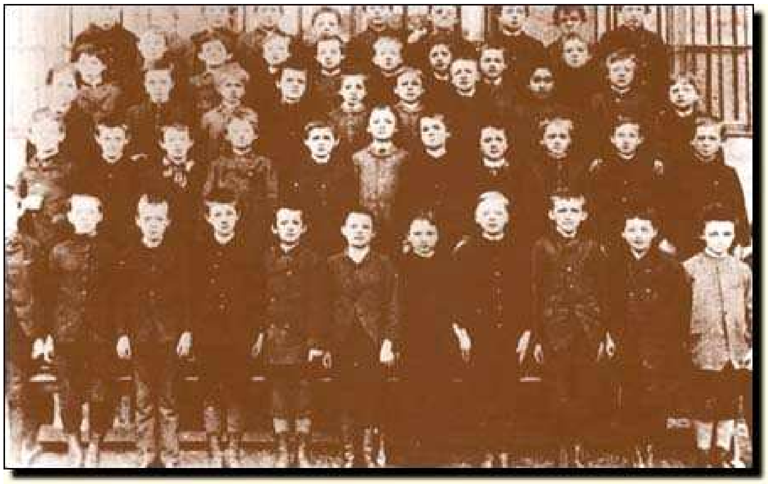

স্কুলে আইনস্টাইন (১৮৮৯) (সামনের সারির ডানদিক থেকে দ্বিতীয়)

তার মা-বাবা ধর্মীয় আচার আচরণ পালন করেনা বলে সে ক্ষুব্ধ। ধর্মের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন না করলে ছোটবোন মায়াকে যখন তখন বকাঝকা করে অ্যালবার্ট। ইহুদিদের শুকরের মাংস খাওয়া নিষেধ। অথচ তাদের বাড়িতে শুকরের মাংস খাওয়া হয়। অ্যালবার্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে একজন নিষ্ঠাবান ইহুদি হবে। ঘোষণা করলো, আর শুকরের মাংস খাবে না সে। তেরো বছর বয়স হলেই সে গোঁড়া ইহুদি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবার জন্য যেসব ধর্মীয় বিধান পালন করতে হয় তা করবে। স্কুলে যাওয়া আসার পথে অ্যালবার্ট এখন ধর্মীয় সংগীত গায়, আর মাঝে মাঝে ধর্মীয় সংগীত রচনা করার চেষ্টা করে।

গরমের ছুটিতে ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতির একটি বই হাতে পেয়ে ভীষণ ভালো লেগে গেলো অ্যালবার্টের। জ্যামিতিক সমস্যাগুলোর ভিন্নরকম সমাধান করা যায় কিনা চেষ্টা করতে লাগলো সে। গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হবার আগেই দেখা গেলো অনেকগুলো সমস্যার সমাধান সে নিজে নিজে করে ফেলেছে। পরবর্তীতে আইনস্টাইন এই জ্যামিতি বইটার নাম দিয়েছিলেন, “পবিত্র জ্যামিতি বই (holy geometry book)”।